নব অভিযান

তারিখ 04 JUL 1988
পৃষ্ঠা ... কলাম 5

044

শিক্ষাজগতের হালচাল

শিক্ষার্থী সমাজে মাদকাসক্তি: প্রসঙ্গ কথা

—মোহাম্মদ আলমগীর

ষাট দশক পর্যন্ত মাদকতা ও মদ্যপানের প্রভাব সম্পর্কে এদেশের জনগণ তেমন কিছু জানতেন না। আর জানতেন না বলেই তারা এর প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে তেমন উদ্বিগ্ন ও শংকিত ছিল না। কিন্তু সেই নিশ্চিন্ততার দিন অতীত হয়ে গেছে।

বর্তমানে মাদকতার অভিশাপ ও এর আতংক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদেরকে পর্যন্ত গ্রাস করতে চলেছে। অভিভাবক-অভিভাবিকা সম্প্রদায় পর্যন্ত এর বিরূপ প্রতিক্রিয়ার আক্রান্ত হয়ে পড়েছেন চরমভাবে। রাজধানী ঢাকার কোন এক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা ঢাকার একটি দৈনিকে জানান যে, বর্তমান মুদ্রাস্ফীতির জন্যে গৃহিণীরা হিমশিম খাচ্ছেন চরমভাবে। সংসারের ব্যয় নির্বাহের জন্যে তাদেরকেও গৃহ সংসারের অত্যাবশ্যক দায়িত্ব ও কর্তব্যকর্ম ছেড়ে উপার্জনের জন্য চাকুরী বাকুরী করতে হচ্ছে। ফলে তারা তাদের সন্তানদের লালন-পালন ও শাসন-সোহাগের প্রয়োজনীয় ভূমিকা ও কর্তব্য যথাযথ পালনে ব্যর্থ হচ্ছেন। পিতার সাথে মাতার ও আর্থিক উপার্জনের কারণে তাদের অনুপস্থিতিতে গৃহে সন্তানেরা অন্যদের দ্বারা লালিত-পালিত হওয়ায় সঠিক মানসিক দিক হতে সুস্থভাবে গড়ে উঠছে না। তাদের হৃদয়ে নৈরাশ্য ও নিগৃহীত মনোভাব ধীরে ধীরে দানা বেধে উঠে। মা-বাবার স্নেহ পিয়াসী তাদের হৃদয়-মন এখন এই অভাব ও আর্তি পূরণের জন্য বিকল্প হিসাবে মাদকদ্রব্যের প্রতি আসক্ত হয়ে উঠে। ঘুমের বড়ি সিডাক্সিন দিয়ে তাদের মাদকতার সূচনা ঘটে। এবং পরে তা গাঁজা, আফিম, পেথিড্রিন ইনজেকশন ও হেরোইন আসক্তিতে উপসংহারে পৌঁছে।

ধনী ও বিত্তশালী পরিবারের অধিকাংশ ছেলেমেয়ের মধ্যে মাদকতা ও মাদকাসক্তির অভিব্যক্তি বর্তমানে যথেচ্ছাভাবে পরিদৃষ্ট হচ্ছে। সম্প্রতি জাহাংগীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের দ্বারা পরিচালিত একটি জরীপ রিপোর্টে দেখা যায় ১০ হতে ৩০ বছরের ছেলেমেয়েদের মধ্যে মাদকতার প্রতি ঝোঁক দেখা যায়। এ ঝোঁকের বশবর্তী হয়ে যারা মাদকাসক্ত হয়ে পড়ে তাদের অনেকের জীবনই যে শুধু মর্মান্তিক হয় তা-ই নয়; বরং এজন্য এদের পরিবার ও পড়শী পর্যন্ত এ দুঃখ যাতনার শিকার হয়ে পড়ে চরমভাবে। ঢাকা নগরীর মধ্যে এ ধরনের মাদকাসক্ত শিক্ষার্থী তথ্য ছাত্র-ছাত্রীর সন্ধান পাওয়া যায় বেশ কতকগুলো শিক্ষায়তনে। এর মধ্যে উদয়ন স্কুল ও সেন্ট জোসেফ স্কুল বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য। উদয়ন স্কুলের ছেলেদের মধ্যে মাদকসক্তি ছড়িয়ে পড়ার মূল কারণ হচ্ছে এই যে, এই স্কুলটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সন্নিকটে অবস্থিত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরে মাদক দ্রব্য সহজে পাওয়া যায়। তাছাড়া [illegible]জিমপুর এলাকায়ও এই [illegible]ল নেশার ব্যবসা রয়েছে। সেন্ট জোসেফের ছাত্ররা অধিকাংশই বিত্তশালী ঘরের। এরা প্রথম প্রথম সময় কাটানোর বিলাসিতার উপকরণ হিসাবে মাদকদ্রব্য সেবন করে। পুরোপুরি মাদকাসক্ত না হওয়া পর্যন্ত তাদের এই বিলাস-ভোগ অবাধ গতিতে চলতে থাকে 'মা'-কে ফুসলিয়ে অনুনয় বিনয় করে এসব ছেলে মাদক সেবনের পয়সা সংগ্রহ করে। নিকটবর্তী ওষুধের দোকান হতে তারা এসব নেশা দ্রব্য ক্রয় করে দিব্যি আরামে সেবন করে থাকে। মাতৃস্নেহের সুযোগ নিয়ে এসব মদ্যপ নেশাখোর ছাত্ররা অবশেষে চলে যায় নিয়ন্ত্রণের বাহিরে। তখন পিতা-মাতা, পাড়াপড়শীদের অসহায় হয়ে এসব ছেলেদের ধীর অধঃপতন অবলোকন করা ছাড়া বিশেষ কোন বিষয় পথ থাকে না। মেরেপিটে, এমনকি চিকিৎসায় পর্যন্ত তাদেরকে আর স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়ে উঠে না।

এই অবস্থার আলোকে সম্প্রতি মাদক দ্রব্য ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে জোর পুলিশী তৎপরতা শুরু হয়েছে। "মাদকদ্রব্য সেবনের মারাত্মক পরিণতির" উপর সরকারী-বেসরকারী পর্যায়ে সভা-সমিতি 'সেমিনার সিম্পোজিয়াম ও শোভাযাত্রা হচ্ছে অনেকটা জমকালোভাবে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে :

১) মাদক-দ্রব্যের লাইসেন্স প্রদান ও বিশেষ ক্ষেত্রে মাদক দ্রব্যের ব্যবহার বিধির অনুমোদন

২) মাদকাসক্তির পটভূমি হিসাবে পরিবেশ বজায়—যেমন পিতামাতার অনুপস্থিতিতে চাকর বাকর দ্বারা সন্তানদের তত্ত্বাবধান

৩) চরিত্র হননকারী—ছায়াছবি, ব্লুফিল্ম, নাচ গান, শিল্প সাহিত্য, ক্লাব বার রেস্তোরাঁর উচ্ছেদ না সাধন করে শুধু মাদক পাচারকারীদের ধরপাকড় ও ক্যাপিট্যাল পানিশমেন্ট ছাড়া শাস্তি প্রদানে এদেশের যুবসম্প্রদায়কে কি এর মারাত্মক প্রভাব থেকে হেফাজত করা যাবে? আর একটি বিষয়ও এ ব্যাপারে চূড়ান্ত বিবেচনার দাবী রাখে। তা হচ্ছে এই যে বিদেশীদের জন্যে মদ ও এ জাতীয় নেশার আমদানী ও এদের জন্যে এসব চরিত্র হননকারী দ্রব্যাদি ব্যবহারের অনুমোদন সরকারের পক্ষ হতে প্রদান করাটা কতটুকু ন্যায়সংগত ও বিধেয়? সরকার কর্তৃক মদ আফিম-এর ব্যবসার জন্য লাইসেন্স প্রদান এবং বিদেশী কুট নীতিকদের জন্যেও অনুরূপ সুযোগ প্রদানের বদান্যতা আর যা-ই হোক ধর্মীয় দিক বাদ দিয়ে হলেও যুগপত মানবতা ও নৈতিকতার দিক থেকে যে সমর্থনযোগ্য হতে পারে না তা বলাই বাহুল্য।

সম্প্রতি ইসলামকে রাষ্ট্রীয় ধর্ম হিসাবে ঘোষণা করায় উক্ত ধরনের ব্যবসার লাইসেন্স ও বিদেশীদের জন্য মাদকদ্রব্য প্রদানের অনুমতি আর চলতে পারে কিনা তা-ও সরকারকে চরম নিষ্ঠার সাথে ভাবতে হবে। পরিশেষে এটা নিসন্দেহে বলা যায় যে অন্তত পক্ষে এদেশের তরুণ সম্প্রদায়কে মাদকাশক্তির দ্রব্যাদি ও এর পরিবেশ হতে মুক্ত রাখার আমানতদারী যুগপত সরকার ও জনগণের। এ ব্যাপারে কোন গাফেলতি হলে, বা কোন দুর্বলতা স্থান পেলে এর বেদনাদায়ক মাশুল গোটা জাতীকেই যে দিতে হবে, সন্দেহ নেই।